যায়যায়দিন

তারিখ 26 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাবিতে ছাত্রলীগের ফতোয়া : রাত ১০টার পর হলে ঢোকা নিষিদ্ধ

এসএম নাদিম মাহমুদ রাবি

'এত দ্বারা সৈয়দ আমীর আলী হলের আবাসিক ছাত্রদের অবগত করা যাচ্ছে যে, রাত ১০টার মধ্যে নিজ নিজ কক্ষে অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হলো, অন্যথায় হলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।' এভাবেই হল প্রাধ্যক্ষর মতো আদেশ জারি করেছেন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আল আরাফাত রাব্বী। এই নির্দেশের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সৈয়দ আমীর আলী হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের রাত ১০টার পর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ঢুকতে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। যদি কোনো শিক্ষার্থী রাত ১০টার পর হলে ঢুকতে চান তাহলে হল ছাত্রলীগের আহ্বায়কের মোবাইল ফোনে কথা বলে হলে ঢোকার অনুমতি নিতে হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এদিকে হল প্রাধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া

ফতোয়া : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ফতোয়া : রাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগের ওই নেতার আদেশ জারিতে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা তীব্র প্রতিবাদ জানালেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। জানা যায়, সৈয়দ আমীর আলী হলে বেশ কয়েকদিন ধরে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক, আরাফাত আল রাব্বী স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ হলগেট, টিভিরুম, পত্রিকারুমসহ নানান স্থানে শোভা পাচ্ছে। নোটিশ দেখার পর সাধারণ শিক্ষার্থীরা চরম বিড়ম্বনায় পড়েন। কারণ ওই হলের অনেক শিক্ষার্থী রাতে বিভিন্ন জায়গায় টিউশনি, পরীক্ষার জন্য বন্ধুদের সাথে গ্রুপ স্টাডি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা এবং পার্টটাইম চাকরি করেন। তাদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে রাত সাড়ে ১০টা বেজে যায়। কিন্তু ছাত্রলীগের ওই আদেশ জারির পর থেকে তারা রাত ১০টার মধ্যে হলে ফেরার চেষ্টা করলেও ফিরতে পারছেন না।

১০টার পর এলেই গেটে দাঁড়িয়ে ছাত্রলীগ নেতার (হল আহ্বায়ক) মোবাইলে কথা বলে নিজের বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে হলে ঢোকার অনুমতি নিতে হয়। অন্যদিকে রাত ১০টার মধ্যে হলের মেইনগেট বন্ধ করা না হলে ছাত্রলীগের নেতারা নিরাপত্তা কর্মীকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আবাসিক শিক্ষার্থী জানান, 'তিনি কয়েকদিন আগে রিসার্চ পেপার তৈরি করে হলে ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে ১০টা পার হয়ে যায়। এ সময় হলে ঢুকতে চাইলে হলগেটে উপস্থিত মামা (নিরাপত্তা কর্মী) তাকে ঢুকতে দেননি। উনি তাকে ছাত্রলীগের নেতার মোবাইলে কথা বলে অনুমতি নিতে বলেন। পরে তিনি তার রুম নাম্বার, বিভাগ, বর্ষসহ বিস্তারিত পরিচয় দেয়ার পর তাকে হলে ঢুকতে দেয়া হয়।' অপর এক শিক্ষার্থী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় হলো স্বাধীন জায়গা। তারা যদি ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে থাকতেই না পারেন তাহলে তো হল তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। কোনো রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে যদি হলে ফিরতে হয় তাহলে তো হল প্রশাসনের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।'

হল শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক আরাফাত আল রাব্বী'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হল প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে নিরাপত্তার জন্য এই নির্দেশ জারি করেছেন। সাধারণ শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেয়ার অধিকার তিনি কোথায় পেলেন এমন প্রশ্নে বলেন, 'দেখুন বিষয়টি আমরা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদককে জানিয়েছি। তাছাড়া আমাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা অবনতি হওয়ায় আমরা সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে ওই নোটিশ প্রদান করেছি। বিষয়টি যদি আপনারা ভিন্নভাবে নেন তবে তা ক্ষতিকর।'

হল প্রাধ্যক্ষ ড. মিজানুর রহমান জানান, এ বিষয়ে তিনি অবগত নন। তিনি এইমাত্র জানলেন, এ বিষয়ে হাউস টিউটরের সাথে কথা বলবেন।